একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

ECOFEMINISM AND THE LITERATURE OF MALLIKA SENGUPTA

ইকোফেমিনিজম ও মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্য

Name of the Author: Dr. Sharmi Bandyopadhyay
Affiliation: Former Research Scholar, Bankura University
West Bengal, India

Abstract: Ecofeminism is a social and political movement and an academic perspective that connects feminism with ecology. It is one of the major strands of feminism. The French feminist Francoise d'Eaubonne first used this term in her book in 1974. In this concept women are compared to nature. This ideology protest against operession inflicted on both nature and women.Ecofeminist Maria Mies and Vandana Shiva have connected women's role with environmental movement.They believe that women must play an active role in protecting the environment. Several poems and novels by the famous Bengali writer Mallika Sengupta are example of ecofeminism. In Mallika Sengupta's poetry a close connection is established between women and nature. Women are often represented as symbol of soil, river and fertility. However, this fertility is continuously expolied by society. A central feature of Mallika Senguptas writing is her strong protest against patriarchal society. An ecofeminist reading of her literature show that she is not only feminist poet but also a voice for the joint liberation of women and nature. Through her writings, she has paid tribute to the women of world who sacrificed their lives to protect the environment. For this reason her works hold an important place in ecofeminist discourse.

Keywords: Ecofeminism, Women, Enviroment, Patriarchal Society, Liberation, Ecofeminist reading,

ইকোফেমিনিজম ও মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্য

ড. শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলে সমাজে নারী পুরুষের লিঙ্গ অসাম্যতার দিকটি স্পষ্ট হয় । আদিম সমাজে নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ না থাকলেও পরবর্তীযুগে সমাজে নারীর অবস্থান ক্রমশ খর্ব হতে থাকে। সন্তানের পালন, গৃহকর্মের অজুহাতে তাকে গৃহবন্দী করা হয়। নারীর হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবীতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আন্দোলন শুরু হয় এবং 'Feminism' বা 'নারীবাদ' শব্দটির উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন যুগে নারীবাদীদের মূল্যবান মতবাদের ভিত্তিতে এর কতগুলি ধারা বিকাশ লাভ করে। এই নারীবাদী আন্দোলনের ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম নবীন ধারা হল 'ইকোফেমিনিজম'। এই ধারাটির উদ্ভব ১৯৭০ এর দশকে । ফরাসী নারীবাদী ফ্রাঁসোয়াজ দোবান এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন । ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি Ecology, Feminism Centre গড়ে তোলার অংশ হিসেবে এই সম্পর্কিত একটি প্রকল্প গঠন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'Le Feminisme oula Mort' গ্রন্থে 'Ecofeminism' নামক শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'পরিবেশ প্রধান নারীবাদ' বা 'মানবী নিসর্গবাদ' শব্দটি ধীরে ধীরে প্রচলিত হতে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষদের যে অবমাননার মনোভাব, সেই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তারা প্রকৃতিকে পীড়ন করতে থাকে । সমাজে নারী যেমন পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেনা, তেমন পরিবেশ দূষণও বাড়তে থাকে। মেয়েদেরকে যেমন পুরুষ নিজে র আয়ত্তে রাখতে চায় , প্রকৃতিকেও নিজের বশে আনতে চায়। তাই এই মতবাদের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃতি ও নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করা। এই পরিবেশ প্রধান নারীবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

প্রথমত, এই মতবাদ অনুসারে নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই 'অবদমিত শ্রেণি' হিসাবে দেখা হয়।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদীদের মতে পুরুষেরা যেমন নারীদে র উপর আধিপত্য বিস্তার করে তেমন প্রকৃতির উপরে চলে শোষণ, পীড়ন।

তৃতীয়ত, নারীকে প্রকৃতি ও পুরুষকে সংস্কৃতির সাপেক্ষে চিহ্নিত করে নারীর উপর হওয়া নির্যাতন ও প্রকৃতির প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতিবাদ করা হয় এই ধারণায়।

শুধু সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে নয়, সবশেষে বলা হয় নারী প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার পেছনে তার সক্রিয় ভূমিকা আছে। পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক মারিয়া মিজ ও বন্দনা শিবা তাঁদের লেখা গ্রন্থে পরিবেশবাদী আন্দোলনের স ঙ্গে নারীর ভূমিকাতে যুক্ত করে আরও নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁরা দেখিয়েছেন সারা পৃথিবী জুড়ে নারীরা কীভাবে পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হয়েছে এবং ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরিবে শ বাঁচানোর আন্দোলনে শামিল হয়েছে । বিভিন্ন দেশে হওয়া এই নারী-পরিবেশবাদী আন্দোলন ইকোফেমিনিজমের ভিত শক্ত করেছে। যেমন ১৯৭০এর দশকে ভারতের উত্তরাখণ্ডে গ্রামবাসী, বিশেষ করে নারীরা গাছকে জড়িয়ে ধরে বাণিজ্যিকভাবে বৃক্ষ ছেদনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

সুন্দরলাল বহুগুণা, গৌরাদেবী, অমৃতাদেবী বিষ্ণোই প্রমুখের নেতৃত্বে শত শত মানুষের চেষ্টায় বনভূমি ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে সেদিন রক্ষা পেয়েছিল, যা ইতিহাসে 'চিপকো আন্দোলন' নামে পরিচিত। আবার রাজস্থানের খেজরিলি গ্রামে পরিবেশ রক্ষার্থে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনশোরও বেশি মানুষ গাছ জড়িয়ে ধরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। অমৃতাদেবী বিষ্ণোই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে এটি 'বিষ্ণোই আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে যা একটি নারী-পরিবেশবাদী আন্দোলনের মধ্যে একটি। কেনিয়ার 'গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট'-এ বৃক্ষরোপণে বৃহৎ সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিগত কয়েক বছর আগে হওয়া 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'ও ভারতবর্ষের নারী-পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম।

তবে এই ইকোফেমিনিজমের সূচনা ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হলেও এর উৎস নিহিত ছিল প্রাচীন যুগেই। কারণ বহুদিন আগে থেকেই নারী ও প্রকৃতিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখা হত। পৃথিবীর আদিম জনজাতিদের মধ্যে প্রকৃতি দেবীরূপে পূজিত হত। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গাছের নীচে দেবীস্থানের দেখা মেলে। হিন্দুমতেও বৃক্ষকে দেবীরূপে পূজার প্রচলন আছে। আবার হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতি ও দেবী কে অভিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়, দেবীকে আদ্যাশক্তি বা আদিশক্তি, সৃষ্টিরূপিণী বলা হয়। তিনি মহামায়া, জড় প্রকৃতির উর্ধ্বে, পরাপ্রকৃতি যা অষ্টাপ্রকৃতির মাধ্যমে জগত পরিচালনা করেন। পৃথিবীকে ও মা বসুন্ধরা অর্থাৎ দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। আবার হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে সীতার জন্মরহস্য ও পাতাল প্রবেশের ঘটনায় প্রকৃতির সঙ্গে সীতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গ্রীক পুরাণেও অরণ্য, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির দেবী আর্টেমিসের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন লোককথাগুলিতেও 'বনদেবী' ও 'প্রকৃতিকন্যা' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে।

বিশ শতকে আটের দশকের অন্যতম কবি ও সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্যের মূল সুর ছিল মানবী-চেতনা। সভ্যতার আদি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে নিপীড়িত নারীদের হয়ে তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। তাঁর চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস এবং তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ নারীভাবনার জীবন্ত দলিল। নারীবাদের অন্যান্য ধারাগুলির মতো এই পরিবেশ প্রধান নারীবাদ বা ইকোফেমিনিসিমেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাস ও কবিতাগুলিতে। কখনো তিনি তাঁর নায়িকাকে প্রকৃতির সাথে তুলনা করেছেন, কখনো তাঁর সাহিত্যের নারীগণ প্রকৃতি রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতার কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আগুনবাহক' 'যজ্ঞ' 'কন্যা' 'মাভূমি' 'স্বয়ংবরা মাটি' এই কবিতাগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে নারী যেন একাত্ম হয়ে গেছে। 'যজ্ঞ' কবিতাটিতে অশ্বমেধের ঘোড়ার জয় করা ভূমির সঙ্গে নারীদেহকে এক করে দেখানো হয়েছে। আবার 'মাভূমি' কবিতাটিতে নারীর রজঃচক্রের সঙ্গে রুদ্রপলাশ গাছে ফুল ফোটার তুলনা করা হয়েছে। কবিতায় 'আঠাশ' দিনের কথা উল্লেখ করেছেন কবি, যা নারীর রজঃকালকে চিহ্নিত করেছে। আবার ফুল যেমন ফল আসার আভাস দেয়, তেমন নারীর রজঃশলা হওয়ার ঘটনা ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানের আগমনবার্তা নিয়ে আসে। আবার আরেকটি কবিতা 'স্বয়ংবরা মাটি'তে মাটিকে নারী ও আকাশ এবং সমুদ্রকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'বাতাসের ছেলে' কবিতাতেও একই প্রসঙ্গ রয়েছে। এখানে কুয়াশারূপ নারী যেন বায়ুরূপ প্রেমিকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। এই কাব্যগ্রন্থেরই অপর কবিতা 'জম্বুদ্বীপের চাঁদ'এ প্রকৃতির

সঙ্গে নারী -শরীরের তুলনা করা হয়েছে। 'অর্ধেক পৃথিবী ' কাব্যগ্রন্থের 'কালো ঋতু ' কবিতাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে মানুষের জীবনের ওপর পরিবেশ দূষণের প্রভাবের কথা কবি স্মরণ করিয়েছেন। লেখিকার বিবাহের রাতে প্রকাশিত 'সোহাগ শর্বরী' কাব্যের 'লোম' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত। নিজের দেহকে পৃথিবীর ঘাস, মাটির সঙ্গে এক করে দেখেছেন কবি , আবার 'পাণ্ডুর পুত্রাকাঙ্খা' নামক কবিতায় নারীর জরায়ুকে ভূমির সঙ্গে তুল না করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে লেখিকা কুন্তীকে 'শস্যদেবী' আখ্যা দিয়েছেন। আলোচিত কবিতাগুলিতে নারী ও প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন কবি। আবার তাঁর বিশেষ কিছু রচনায় নারীরা প্রকৃতি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এরকমই একটি রচনা হল 'সীতায়ন'।

'সীতায়ন' মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাস । ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি তাঁর নারীচেতনার অন্যতম ফসল। মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রে র জীবনকাহিনি নিয়ে লিখেছিলেন 'রামায়ণ'। আর সেই মহাকাব্যের উত্তরকাণ্ডের কিছু অংশ নিয়ে রচিত মল্লিকা সেনগুপ্ত এই উপন্যাসে র নাম দিলেন 'সীতায়ন'। লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতা বিসর্জন থেকে শুরু করে সীতার পাতালপ্রবেশের ঘটনা এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ।এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সীতা। বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী, রাজা জনক যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে ভূমিকর্ষণের সময় মাটির নিচ থেকে এক শিশুকন্যাকে লাভ করেন। লাঙলের ফলার দাগকে 'সীতা' বলা হয় বলে, হলকর্ষণের ফলে পাওয়া কন্যার নাম হয় সীতা। তাই সীতা প্রকৃতির কন্যা। আবার সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনাও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। রাজরানী হয়েও সীতাকে সারাজীবন ধরে সহ্য করতে হয়েছিল চরম অবহেলা ও অসম্মান। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন সীতা তাঁর নিজের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, অন্যদিকে তেমন অরণ্য প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছে বারবার। লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত বলেছেন, 'প্রকৃতিও নারী, সীতাও নারী। শ্রীরামের ধ্বংসলীলা থেকে অরণ্য প্রকৃতিকে বাঁচাতে সী তার মতো প্রার্থনা আর কেউ করেনি । সারা পৃথিবীতে যত সবুজের আন্দোলন, পশুপাখি বাঁচাও আন্দোলন , অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন তার সিংহভাগ জুড়ে আছে মেয়েরা। আমার মেয়েরা তো কোনদিন কুঠার হাতে নিয়ে গাছ কাটিনি। নদীকে, গাছকে, পাখিকে, অরণ্যপ্রকৃতিকে, মানুষের বেঁচে থাকার আর্তিকে এবং সর্বোপরি পুরুষকে , মনোহরণ দুরন্ত-দামাল নিষ্ঠুর-স্বার্থপর বহুগামী পুরুষকে আমাদের মতো করে আর কেউ ভালবাসেনি'[১]

'সীতায়ন' উপন্যাসে সীতা অরণ্য প্রকৃতিকে রামচন্দ্রের কাছ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন । রামচন্দ্রের সীতা পরিত্যাগের কারণ হিসাবে লক্ষ্মণ যখন অরণ্যবাসী নিষ্পাপ অনার্যদের দায়ী করেছেন তখন সীতা তাঁকে রামচন্দ্রের অকারণ রৌদ্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসে সীতার এই প্রকৃতিপ্রেমের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ আশ্রমের প্রভাতী জীবন সীতার ভালোলাগার কথা এখানে বলা হয়েছে। সীতা বলেছেন 'অরণ্যবাসের যে অংশটি স্নিগ্ধ সমাহিত, তাই ভাল , কিন্তু শর , ধনু, কার্মুক, রুধির,বসা অস্থি বিকট চিৎকার ও হিংসার যে অংশ আমি দেখেছি তা ছিল নিদারুণ যন্ত্রণার '[২]। তপোবনে বসবাসকালে বাল্মীকি র সঙ্গে কথোপকথনকালে এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। সীতা তাঁর জীবনে অরণ্য বাস করেছেন দু'বার। অরণ্য ও সেখানকার অনাড়ম্বর জীবন তাঁর কাছে ভীষণ প্রিয় ছিল।প্রাসাদের মত বিলাসব্যাসনের উপকরণ সেখানে না থাকলেও রামচন্দ্রের সঙ্গে শ্রে ষ্ঠ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন এই অরণ্য

প্রকৃতিতেই । কিন্তু এই সময়েই রামচন্দ্রের চরিত্রের অকারণ হিংসাবৃত্তি, বনভূমিকে অনার্যশূন্য করার মনোভাব সীতার জীবনে ডেকে নিয়ে আসে করু ণ পরিণতি। তাই বাল্মীকি যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম বলে মনে করলেও, সীতার কাছে তা শুধুই হিংস্রতা। অরণ্য আদিবাসী অনার্যদের প্রতি এই হিংস্রতাই সীতা র জীবনে চরম বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন । তাই সীতা তাঁর নিজের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদের সঙ্গে অরণ্য প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন বারংবার।

মল্লিকা সেনগুপ্তের অনেক কবিতায় সীতা চরিত্রটি রয়েছে। এরকমই একটি কবিতা হল 'পুরুষকে লেখা চিঠি' কাব্যগ্রন্থের 'রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটি মেয়ের চিঠি'।এই কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রসঙ্গ রয়েছে। যুদ্ধে তো শুধু মানুষের ক্ষতি হয় তাই নয় , একই সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতি হয়। প্রকৃতি মূক। তাই তার প্রকাশভঙ্গী অন্যরকম। প্রতিটি যুদ্ধে নারীনিগ্রহ যেমন অতিপরিচিত ঘটনা , তেমন পরিবেশ দূষণও স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া বড় বড় যুদ্ধের প্রভাব বছরের পর বছর ধরে মানুষ ভোগ করে ছে। তবুও মানুষ থামেনি। এই কবিতায় প্রকৃতির কন্যা সীতা তাই নিরস্ত্রীকরণের আবেদন জানিয়ে দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। কবি মল্লিকার সীতা তাই বলেন-

"যে মাটিতে এত আণবিক ছাই
সে মাটির মেয়ে সীতা
অস্ত্র থামাতে বলছি রামকে
আমি হলকর্ষিতা"[৩]

মল্লিকা সেনগুপ্তের কাব্যের অপর এক নারী গঙ্গা। গঙ্গা পৌরাণিক চরিত্র। তিনি কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী ও মহাভারতের অন্যতম চরিত্র ভীষ্মের জননী। পূর্বজন্মে রাজা শান্তনু স্বর্গের নারীশ্রেষ্ঠা গঙ্গার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কামনা করেন। গঙ্গাও তাঁকে কামনা করেন। ফলে ব্র হ্মার অভিশাপে তাঁদের মর্ত্যে জন্ম হয়। পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হয়ে, একদিন রাজা গঙ্গাতীরে নারীরূপী গঙ্গাকে দেখে তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। গঙ্গা তখন রাজার কাছে শর্ত রাখেন যে , কোনদিন কোনো কাজে শান্তনু যেন তাঁকে বাধা দান না করেন। শর্ত লঙ্ঘন করলে তিনি স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। শান্তনু শর্তে রাজি হয়ে গঙ্গাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গঙ্গা শান্তনুর সাত পুত্রকে নদীতে নিক্ষেপ করার পর অষ্টম পুত্রকে নিক্ষেপ করার সময় শান্তনু বাধা দেন এবং শর্তানুসারে গঙ্গা স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন। পৌরাণিক এই কা হিনিকে মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গঙ্গাকে নিয়ে লেখা কবির অন্যতম বিখ্যাত কাব্য 'কথামানবী' কাব্যের একটি সাড়াজাগানো কবিতা হল 'গঙ্গাজন্ম'। কবি গঙ্গাকে শুধু পুরাণের নারী হিসাবেই দেখেননি , দেখেছেন জীবনদাত্রী নদীরূপে । কবিতাটি যেন গঙ্গা নামক এক নারীর আত্মকথন। পৌরাণিক থেকে আধুনিক যুগে সে বিরাজমান । কখনও রক্তমাংসের নারী, কখনও প্রবহমান নদীরূপে বহু ঘটনার সাক্ষী তিনি। দ্বাপর যুগে রাজা শান্তনুর স্ত্রীরূপে গঙ্গা রাজার কাছে চেয়েছিলেন স্ব স্বাধীনতা। কিন্তু তা না পেয়ে শর্তস্বরূপ জলের নারী জলেই ফিরে গিয়েছিলেন। নারী হয়ে নিজের ইচ্ছার মর্যাদা যেমন তিনি পেলেন না, তেমন নদীরূপে তাঁর উপরে চলল অবিচার। জীবনস্বরূ পা গঙ্গা যাকে স্বয়ং দেবাদিদেব মস্ত কে

ধারণ করেন, দেবী নাম দিয়ে সেই গঙ্গাকেই মানুষ দূষণ করে। কলকারখানার জল, আবর্জনা, পচা ফুল ও দূষণে গঙ্গার জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হতে থাকে। সাধারণ মানুষ তাঁর কথা শুনতে পায় না। তাই কবি মল্লিকা নারী হয়ে গঙ্গার কষ্ট উপলব্ধি করেছেন। কবির গঙ্গা বলেন-

"গঙ্গা তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল
তোমরা গঙ্গাকে বাঁচাতে পারছ না"[৪]

তাই কবিতা শেষে গঙ্গা, মেধা পাটকের-এর মত এক নারীকে তার বন্ধু হতে আহ্বান জানিয়েছেন, যার হাত ধরে দূষণমুক্ত গঙ্গার নবজন্ম হবে।

মেধা পাটকের গঙ্গার বন্ধু হতে পেরেছিল কিনা তা কবি উল্লেখ করেননি , কিন্তু তিনি যে আরেক চিরপরিচিত নদী নর্মদার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত 'কথামানবী' কাব্যের 'মেধাজন্ম' কবিতাটিতে এই মহীয়সী নারীর স্তুতি করেছেন। এই কবিতাটিও মানবী নিসর্গবাদের সাক্ষ্য বহন করছে। কবিতার সূচনায় কবি লেখেন "মেয়েদের মতো ভালোবাসা ছেলেরা শেখেনি। কথামানবী বিশ্বাস করে সে-কথা। দেখুন, নর্মদাও মেয়ে আর মেধা পাটকেরও মেয়ে। নর্মদাকে বাঁচানোর জন্য মেধার মত আর কেউ করেনি"।[৫]

মেধা পাটকেরের জন্ম হয়েছিল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মুম্বাই শহরে। তিনি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী ও একজন সমাজকর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন । ভারতের আদিবাসী, শ্রমিক, প্রান্তিক মানুষ ও নারীদের প্রতি হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কাজ করতেন। একবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন উঠে এসেছে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের 'মেধাজন্ম' কবিতায়। নর্মদা উন্নয়ন প্রকল্পের তিনশটি ছোট বড় বাঁধ, বিশেষ করে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের ফলে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। প্রকল্পের কিছু উন্নয়নমূলক দিক থাকলেও পরিবেশগত বিপর্যয় হবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। ২৯৭টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার কারণে বহু মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। মেধা পাটকের নিজের গবেষণার জন্য এই অঞ্চলে এসেছিলেন এবং বাঁধ নির্মাণজনিত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি এই অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে গবেষণা থেকে বড় হয়ে উঠেছিল তার মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি। তিনি নিজের গবেষণা ছেড়ে যেভাবে সাধারণ মানুষের পুনর্বাসনের জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন তা তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম ঘটনা ছিল। নারী যেমন তার প্রিয়পুরুষকে ভালোবেসে তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়, মেধা তেমন প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কবির ভাষায়-

"নর্মদামাঈ
তোমার জন্য
একটি লড়াই
মেধা পাটকর"[৬]

কবি মনে করেছেন মেধা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের একজন যে পুরুষকে ত্যাগ করে নদীকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল ।প্রকৃতি ও মানুষকে রক্ষা করার জন্য এক নারীর আপ্রাণ চেষ্টার কথা ও পরিবেশ বাঁচানোর জন্য তাঁর আত্মত্যাগ মল্লিকা সেনগুপ্তের এই কবিতাটিতে নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পরিবেশ প্রধান নারীবাদকে সমর্থন করে।

নারী ও প্রকৃতি দুই সর্বংসহা। তাই উভয়েই সৃষ্টিলগ্ন থেকে সয়ে চলেছে নানা রকম অত্যাচার। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা করতে হলে নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই সুস্থ রাখতে হবে, যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তাই লেখিকা তাঁর সাহিত্যে নারীর পাশাপাশিপ্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। কবি যেন সেই নারীদের একজন, যিনি পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাই 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষপূজা' কবিতায় মুক্তকণ্ঠে তিনি বলে গিয়েছেন-

নিরন্তর বৃক্ষ পূজা করি আমি, চামড়া সবুজ,
আমার রক্তস্রোতে মিশে গেছে বন ও নিষাদ।[৭]

তথ্যসূত্র

১। সরকার সুবোধ (সম্পা.) 'মল্লিকা সেনগুপ্ত পদ্যসমগ্র',মার্চ ২০১২,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯,পৃষ্ঠা-২২২
২। সরকার সুবোধ (সম্পা.) 'মল্লিকা সেনগুপ্ত গদ্যসমগ্র', মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯,পৃষ্ঠা-২৫
৩। সরকার সুবোধ (সম্পা.) 'মল্লিকা সেনগুপ্ত পদ্যসমগ্র', মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৩১৯
৪। তদেব পৃষ্ঠা -২১৫
৫। তদেব পৃষ্ঠা - ২২২
৬। তদেব পৃষ্ঠা -২২৭
৭। তদেব পৃষ্ঠা - ৩৯